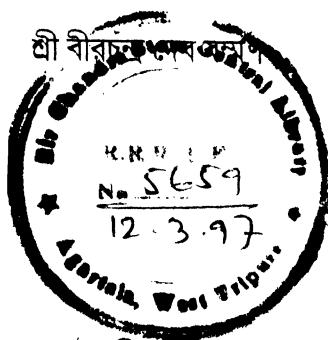






# শ্রীশ্রী বুলন



15 1/2 cm  
48 p  
Rs. 29

পৌণমী প্রকাশন

আগরতলা □ ত্রিপুরা

ঝুলন

JHULAN

By Birchandra Deb Barman

SL/RRRLF NO

MR. NO

RRRLF

GEN

45153

প্রকাশক : স্মৃতি পোদ্দাব

৬০, হবিগঙ্গা বসাক বোড,

আগবতলা □ ত্রিপুরা

প্রথম প্রকাশ : ২৮ শে বৈশাখ, ১৩০২ ত্রিপুরাব্দ

পুনঃপ্রকাশ : বইমেলা, ১৯৯৭

783.6

D-286

B(9)

লেজাব টাইপসেটিং : সানকপ ফটোটাইপ,

আগবতলা।

প্রচ্ছদ : স্বপন নন্দী

মূল্য : পঁচিশ টাকা

## ভূমিকা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ-পূৰ্ব প্ৰান্তৰ বনবাণীগৰ্ভস্থিত এট স্পাধান দেশীয় বাদ্য ত্ৰিপুৰাবাৰ জীৱন চৰ্চাব ইতিহাস একটা বিদ্যাকৰ স্নাতক ভাস্কৰ। পৰ্বতৰ নিভৃত কোলে পৰ্বত দুৰ্ভিতা ত্ৰিপুৰাবাৰ অপবিসৰ আৰ্হিৰ সন্নিহিত ও সংস্কৃতিৰ একাধিক বোমাপকৰ ইতিহাস এখানে বচিৰ তথ্যছে উদাৰ বাজপুৰষাৰ সন্ধিয়া উদ্ভাৱে। মধ্যযুগীয় অঙ্কমুখীনতা যখন অন্যান্য অনন্ত জনপদ চিত্ৰবান্ধৰ নৈনিত্য দ্বিগীয়া ও জিঘাংসাৰ অপবিগমদৰ্শী বজাহ সংগ্ৰাম আত্মপ্ৰসবৰ পথে অবিবৰত এগিয়া চলাহ, সভ্যতাৰ সেই অস্ফুট অন্ধকাৰ লাগে ও সুৰৰ স্বৰ্ণাংগে বিদ্যিত এট ত্ৰিপুৰা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্ৰকলাৰ এক অনবদ্য চাবণভূমি তথ্য এখানে বিৰাজ কৰাহ। এই সম্ভৱত সংস্কৃতিৰ চেতনাৰ গৌৰৱ ভাৰতবৰ্ষৰ খুব কম দেশায় বাজ্য দৰী কৰাহ পাবে।

বাদ্য সকল দেশেই কিছ না কিছ শিল্প ও সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰায়কতা কৰে থাকেন। কিছু কাব্য, সাহিত্য, শিল্প চৰ্চা ইতিহাসে নিজেদৰ জীৱনায়ক ও উৎসৰ্গ কৰাহেন আৱষ্টি সাধনায় একৰ পৰ এক বাজপকস, এমনতৰ গৌৰৱৰ ইতিহাস অন্যত্র সঁচাই গুৰু পাওয়া ভাব। ত্ৰিপুৰাবাৰ ইতিহাসৰ পাত্ৰয় পাত্ৰায় অকল্পনীয় প্ৰসাৰ আলোক আমবা উদ্ভাসিত দোপ একৰ পৰ এক বাজপুৰষাৰ জ্যোতিৰ্ময় মণমন্ডল।

আজকেৰ প্ৰজন্ম হয়তো ত্ৰিপুৰাকে চেন বড়োজাৰ সবসাগৰ শাশন দেবৰ্মানৰ জন্মভূমি হিসেবে কিছা বাহল দেবৰ্মানৰ পিতৃভূমি হিসেবে। কিছু তাদৰ কণ্ঠ সুৰৰ এ সম্মাতনী মাযাজালেৰ পেছনে যে একটা সন্দিৰ্ঘকালেৰ ইতিহা বহোহ তাৰ ঠিকানা কজন জ্ঞানী ? শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতিৰ ইতিহাসৰ কত স্বৰ্ণভ মূৰ্ত্ত ইতিহাসৰ পাত্ৰয় ধলায় ধসৰ তথ্য আমাদেৰ চেতনা ও চেতনাৰ অধ্যয়নাতাকে নীৰৱ দিক্কাৰ জানায় সে থবৰ আমবা না বাপান ও বিশ্বৰ সদৰ প্ৰান্তৰ বসপিপাসৰা তা অবশ্যই সযত্নে স্ৰবণ কৰেন।

এট শতাব্দীৰ গোড়ায় দিকে ফৰাসী দেশেৰ প্ৰখ্যাত ভাৰত তথ্যবিদ পণ্ডিত এন ব্ৰেথৰ অধীনে গবেষণা কৰাহে গিয়ে সুপৰ্ণিত গবেষক ড° সুভদ্ৰা নেপাল বাস, দৰবাৰ থেকে সংগৃহীত বিদ্যাপতি গীতিসংগ্ৰহৰ একটি সতি প্ৰবণ পৰ্ণিৰ মধ্যে আবিষ্কাৰ কৰেন ত্ৰিপুৰাবাৰ বাজ পণ্ডিত বচিৰ ব্ৰজবালেৰ ভাষায় একটি সুন্দৰ বৈমৰ পদ :-

বৈরুখ কে এক দেশ মরিস অ  
রাজপন্ডিত ভাল ।  
বারি কমলা কমল রসিয়া  
ধন্যমাণিক জান ॥

ডঃ সুকুমার সেনের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই অজ্ঞাত নামা মৈথিলী রাজপন্ডিত ত্রিপুরায় এসেছিলেন মিথিলা রাজ্য থেকে মহারাজ ধন্যমানিকোর ( ১৪৬৩-১৫১৫ খ্রীঃ) আমন্ত্রণে । তিনি ছিলেন মৈথিলি ভাষার পদকর্তা ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ । ত্রিপুরার প্রজা সাধারণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মিথিলা থেকে তাঁরই নেতৃত্বে একদল শিল্পী রাজ্যে এসেছিলেন । ডঃ সেন আবও দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ত্রিপুরায় রাজপন্ডিত রচিত বিদ্যাপতি সংগ্রহের ঐ পদটি বাংলাদেশে ব্রজবুলি পদের প্রথম অথবা প্রথম কণ্যকটির অন্যতম । ত্রিপুরার মত ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে এ ঘটনা কম শ্রদ্ধার বিষয় নয় । ত্রিপুরার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস আজও লিখিত হয়নি । স্বাধীনতার আগের বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা যেসব বিবরণ লিখে গেছেন তাতে মনে হয় ত্রিপুরা এক আবণ্যক রাজ্য । এখানে রাজ্য থেকে প্রজা সকলেই প্রায় অর্ধ নগ্ন আদিম সভ্যতার প্রতীক । অথচ বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এই ত্রিপুরার দেশীয় রাজাদের যে মহান অবদান রয়েছে, সচেতন মানুষের সভ্যতা চেতনার ইতিহাসে তা চিহ্নকাল অগ্নয়িত থাকবে । এখানকার সংস্কৃতিমনা উদার রাজপুত্রদের সুদীর্ঘ প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় মুখমন্ডলে আজকে যারা কলঙ্কলেপনে উদ্ভোগী হয়েছেন তারা যতটা জানেন ও না বৃহত্তর বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরার কি অপরিমিত দান রয়ে গেছে ।

সারা বাংলাদেশে যখন আববি ফার্সির দাপাদপি সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতেও পূর্বোক্ত ভাবে এই দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায় বাংলা তখন রাজভাষার মর্যাদায় আসীন । বিগত পাঁচশ বছর ধরে অল্পবঙ্গ কলিঙ্গ যখন যেখানে কোন প্রতিভাবহ পন্ডিতের দর্শন মিলেছে — তাঁকে সাদরে বরণ করা হয়েছে ত্রিপুরায় । ত্রিপুরার রাজাদের আর্থিক আনুকূল্য ও অসীম বদান্যতায় অজস্র দুস্প্রাপ্য সংস্কৃত কাব্যের বাংলায় অনুবাদ হয়ে বিনামূল্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়েছে এই ত্রিপুরায় । এখানকার রাজাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও নিজস্ব কলমে অসংখ্য মৌলিক কাব্য সৃষ্টি

হয়েছে। সারস্বত বন্দনায় এখানে রাজপুরুষেরা যে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন গোটা বাংলাদেশে তার একটিও সমতুল্য উদাহরণ আজও খুঁজে পাওয়া যায় না।

বেশি দূরে গিয়ে লাভ নেই ছন্দের যাদুকর অন্ধকবি হেমচন্দ্রের কথাই ধরুন — কিম্বা আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন অথবা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথাই বলুন এঁদের অমূল্য জীবনসাধনার পথে দারিদ্র্যের রাক্ষুস আস্র যদিও নেমে এসেছিল, বিভাঙ্গী বাংলার অসংখ্য রাজমহারাজার কোন সক্রিয় বিবেক কি সেদিন এঁদের পবিত্রাণের জন্য এগিয়ে এসেছিল? সাক্ষর্যমানে তাপিত বিবেকের দাবদাহে নিজের ভাবী পুত্রবধর অলঙ্কারের বিনিময়েও সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন এই অখ্যাত জনপদেব এক রাজপুরুষ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর গোড়াপত্তনের দিন থেকে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল উদার অর্থসাহায্যের নজির ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন দেশীয় রাজ্যে বদান্যতার ইতিহাসে লেখা আছে? এটা আবেগের নয়, ইতিহাসের প্রতি যথাথ আনুগত্যের প্রশ্ন। তখন সম্ভবত ১৮১৭ সাল। ত্রিপুরার মহারাজা তখন রামগঙ্গা মণিক্য। (যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তখনও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হননি।) হঠাৎ শুনলেন ফেলিক্স কেরী নামে সংস্কৃত, পালি ও বর্মী ভাষার এক সুপারিত ব্যক্তি ব্রহ্মদেশ থেকে অভিমানে পালিয়ে এসে পূর্ববঙ্গের অরণ্যে কন্দেব ঘূবে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার রাজদূত পাঠানো হলো তাঁকে মাসিক তিনশত টাকা সম্মান দক্ষিণার বিনিময়ে রাজসভার পন্ডিতের আসনে বরণ করার প্রস্তাব দিয়ে। ভবঘুরে ফেলিক্স (যিনি ফোর্ট উইলিয়ামখ্যাত উইলিয়াম কেরীর পুত্র) ৫০০ টাকার কম দক্ষিণায় রাজি নন। ত্রিপুরার রাজার এ বদান্য অবাধ করেছিল স্বয়ং উইলিয়াম কেরীকে। ১৮১৮ সালের ১০ ই মার্চ তাঁর বন্ধকে লিখেছেন -

I expect Felix every hour at calcutta, I am greatly distressed to know what is to be done with him. He writes Jonathon that the Rajah of Tipperah has offered him 300 Rupees a month but that he has refused it and require 500. This is certainly a most thoughtless step, for places of 300 rupees monthly are not to be met with everyday. In England it would be a good fortune".  
রবি, নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তেও এই ত্রিপুরায় আরেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল। সেটা ১৯৮৩ ইংরাজী। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত

হ'য়েছে সবেমাত্র কিছুদিন হ'লো। তাঁৰ কাব্যপ্ৰতিভা তখনও পাৰিবাৰিক গন্ডাৰ বাহিৰে কোথাও স্নীকৃত নয। দেশেৰে অধিকাংশ পাঠক তাকে 'বাল্যলীলা' বলে বিক্ৰপ কৰতো। তখনই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল কবিৰ জীৱনে। এই ভগ্নহৃদয় পড়ে ত্ৰিপুৰাৰ মহাবাজা বাৰচন্দ্ৰ সুদূৰ জোড়াসাঁকো ঠাকুৰ বাড়ীতে তাঁৰ বাজদত বাধাবমণ ঘোষকে পাঠিয়ে দিলেন কিশোৰ কবিকে 'ভবিষ্যতেৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি'ৰ সন্মান জ্ঞাপন কৰতে। স্নয়ং বৰীন্দ্ৰনাথ এই ঘটনাকে বিশ্বসাহিত্যেৰে অভূতপূৰ্ব ঘটনা বলে বাৰংবাৰ ওল্লেখ কৰেছেন — “জীৱনে যে যশ আমি পাছি, পৃথিবীৰ মধ্যে তিনিই (বাৰচন্দ্ৰ) তাঁৰ প্ৰথম সূচনা কৰে নিয়েছিলে তাঁৰ অভিনন্দেৰ দ্বাৰা। যিনি উপবেৰ শিখৰে থাকেন, যেমন যা সহজে চোখে পড়েনা তাকেও দেখতে পান, বাৰচন্দ্ৰও সৈন্দন আমাৰ মধ্য অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলে।”

(‘বৰি’ দ্বিতীয় বৰ্ষ, চতুৰ্থ সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)

যে বৈদক্ষ্য ও দূৰদৰ্শিতা থাকলে সাহিত্যেৰে কাননে অন্ধবোদ্ধামেৰে আগেই কোন অনাগত দিনেৰে পূৰ্ণ-বিকশিত পুষ্পৰ বর্ণোজ্জ্বল মৰ্ত্তমা অনুধাবন কৰা যায়, ত্ৰিপুৰাৰ মৰ্ত্তমময় ইতিহাসেৰে অনবদ্য উ বোধকাৰ সূত্ৰে সুপণ্ডিত মহাবাজ বাৰচন্দ্ৰেৰে সেই অবিম্ভাবণীয় প্ৰতিভা অবশ্যই ছিল। প্ৰথাগত শিক্ষায় তিনি শাস্ত্ৰত ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু উদ্, বাণা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁৰ অসাধাৰণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন বৈষ্ণৱ মহাজন পদাবলীৰ বসন্ত পণ্ডিত ও সুনিপুণ ক্ৰষ্টা। ভাৰতীয় বাগসঙ্গীতে তাঁৰ ছিল অকল্পনীয় দক্ষতা। এছাড়াও তিনি ছিলেন সুদক্ষ সুবকাৰ ও বিশ্ৰুতকাৰ্ত্তি গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ। ভাৰতীয় আলোক চিত্ৰ শিল্প ও ললিতকলায় বাৰচন্দ্ৰ ছিলেন পাণ্ডিত্য পূৰ্ব্ব। তাঁৰ বিচিত্ৰ সৃষ্টি শুধু এদেশে নয সাত সমুদ্ৰ তেৰো নদী পান হয়ে ইউৰোপ ও আমেৰিকাৰ বোদ্ধা সমাজেৰে বাতিমত আলোড়ন তুলেছিল আৰ এৰই ফলে আমবা দেখতে পাতি যে অখ্যাত জনপদেৰে এক অসামান্য বোদ্ধা বাজাৰ আকৰ্ষণে সুদূৰ ফৰাসি দেশ থেকে ছুটে এসেছেন শিল্পী এ্যাপোলোনিয়াস কৃতজ্ঞচিহ্ন বাজাৰ সভাসদ পদ অলঙ্কৃত কৰতে। যদুন্দ্ৰ থেকে শুক কৰে কাঁসেম আলী গাঁ, কোলন্দৰ বন্ধু, নিসাব হুসেন, পঞ্চানন মিত্ৰ, মদন মিত্ৰ, চাঁদা বাতীজ প্ৰভৃতি সঙ্গীত জগতেৰে একাধিক দিক্‌পাণ যং সামান্য সন্মান দক্ষিণাৰ বিনিময়ে বাৰচন্দ্ৰেৰে বাজসভা অলঙ্কৃত কৰেছেন, তাঁৰ হাসাধাৰণ বসবোধ ও বৈদগ্ধ্য আকৃষ্ট হয়ে।

বাৰচন্দ্ৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰেন ১৮৩৯ সালে। বাল্যকাল থেকেই কাব্যসাহিত্য ললিতকলাৰ প্ৰতি তাঁৰ ছিল প্ৰগাঢ় অনুৰাগ। তিনি তাঁৰ ৫৭ বছৰেৰে জীৱনে অসংখ্য



সঙ্গীত ও কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর অনেক রচনাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ‘হোরী’, ‘ঝুলন’, ‘অকাল কুসুম’, ‘উচ্ছ্বাস’, ‘সোহাগ’, ‘প্রেমমরীচিকা’ ইত্যাদি গীতি-কাব্যগ্রন্থ বীরচন্দ্রের অসাধারণ কাব্য ও সঙ্গীত প্রতিভার পরিচায়ক।

চিন্তাশক্তির দিক থেকে বীরচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। তাঁর হৃদয়ে ছিল প্রগাঢ় প্রেমের দোলা। ‘অকাল কুসুম’, ‘উচ্ছ্বাস’, ‘সোহাগ’, ও ‘প্রেমমরীচিকা’ কাব্যে আমরা এক অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রেমিক হৃদয়েব সন্ধান পাই। কিন্তু ‘ঝুলন’ ও ‘হোরী’ গীতিকাব্য দুটিতে দুঃখদীর্ণ হৃদয়ে আধ্যাত্মিক সমর্পণে অপূর্ব রূপমাধুরী বর্ণে বর্ণে ফুটে উঠেছে। শব্দের মায়াজাল বিস্তারে ছন্দেব নূপুর নিক্কনে প্রতিটি চরণ যেন আমাদের সামনে বিমর্ত হয়ে উঠে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাঁর বৈদক্ষ্য ও নিজস্ব শৈলী আমাদের একেবারে বিশ্বয়াবিষ্ট করে দেয়।

আজ থেকে ১৩৬ বছর আগে ১৮৯০ সালে মহারাজা বীরচন্দ্রের নির্দেশনায় তাঁর ঝুলনমন্ডল গীতিকাব্য মঞ্চস্থ হয়। রাজপ্রাসাদে। কল্য সঙ্গীতে রাজা স্নয়ং অংশ গ্রহণ করেন। প্রথমে প্রয়াতা মহিষী ভানুমতির স্মরণে একটি বন্দনাগীতি দিয়ে তিনি শুরু করেন। তারপর অপরূপ গৌরচন্দ্রিকা। যার শব্দবন্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যে আজও বিরল।

পূণ্যময় আজু ঋত সুবতি শুভক্ষনিয়া  
পূণ্যময় আজু কলি নিখিল ধনি ধনিয়া।  
পূণ্যময় রতি নব প্রেমমণি ক্ষণিকা  
পূণ্যময় ‘রাহুমুখ কলিত নিশিমনিয়া।  
পূণ্যময় কীরতন পতিতজন তরণীয়া  
পূণ্যময় হরি হরি ধনি কলুষ হরনিয়া।

শুধু শব্দবন্ধে নয়, চিত্রকল্পে ও বীরচন্দ্রের ছিল অসামান্য দক্ষতা। তাঁর ঝুলন মন্ডপের বর্ণনা আমাদের আজও বিমুগ্ধ করে -

শাঙনী চাঁদনী রাতি নিরমল  
উজল সকল বন।  
নানা ফুল রাজি তাহে বিকশিত  
গুঞ্জরে ভ্রমরাগণ  
নবতরু ডালে ফুল ভরে ডালে  
সুগন্ধে পুরল তাই।

একদিকে বীৰচন্দ্ৰৰ যেমন ছিল অসীম বসবোধ তেমনি অন্য দিকে সুব্ৰহ্মা তাঁৰ  
ছিল গভীৰ ছন্দবোধ। ঝুলনেৰ অসংখ্য পদে শব্দৰ বস স্নাত ছন্দিক ঝংকাৰ আমবা  
বাবে বাবে শুনতে পাই। যেমন —

বিমিঝিমি বৰখত মলয় পবন সাথ, যুবক যুবতি চিত মদন মাতাৰ বে,  
ঐছন সময়ে বিহবত নওন কিশোৰ, যমুনা পুলিনে, কুপ্ত সুশোভনে,  
শোভন তিঁ দাল মাঝ বে, নাচত পাওত বৰ্দ্ধিনী জোড়,  
বিহবই কাননে যুগল কিশোৰ বে। ঐছন নিৰুপম ঝুলন বিলাস,  
আনন্দে হেবত বীৰচন্দ্ৰ দাস।

আবাব দেখুন অপূৰ্ব চিত্ৰকল্প ?

দেখ আজি নটবৰ ঝুলত বে, সঙ্গে বিধুমুখী প্যাবী ঘন ঘন নয়ন ঢুলায়ে  
কালিন্দী তাঁৰ সৃষ্টিৰ সমীৰণ, লঘু লহু চাঁদনী হাস,

নাচত মত্ত ময়ূৰ মধুকৰ সাৰী শুক পিককল পদম ভাষ।

বাই বঠি দামিনী চমকত যোব, সুন্দৰ গবৰ্জন শ্রবণ বসায়

বৰষে নব ঘন হৰষে বিমি ঝিমি, বিমি ঝিমি বাহ বতি আয়।

বাংলাৰ প্ৰখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত সমালোচক ও ত্ৰিপূৰণ সুযোগ্য সন্তান শ্ৰী বাৰ্জ্যপুৰ  
মিত্ৰ (শ্যাম্ভদেব) মহাৰাজে বীৰচন্দ্ৰকৈ যথাৰ্থই বাংলাৰ শেষ সাধক বৈষ্ণৱ পদকৰ্তা  
বলে বৰ্ণনা কৰেছেন। (দেশ ১৭ সেপ্টেম্বৰ ১৯৮৩)। বীৰচন্দ্ৰ মূলত এজবুলী  
ভাষায় তাঁৰ কাব্য বচনা কৰলেও মৈথিলী সাহিত্যেৰ দ্বাৰা প্ৰভত ভাবে প্ৰভাবান্বিত  
হয়েছিলেন। ত্ৰিপূৰণ মৈথিলী পণ্ডিতদেব প্ৰভাৰ চলে আসছে পাৰ পাট শত  
বছৰ ধৰে। বীৰচন্দ্ৰেৰ নিঃসঙ্গতা হ'ছে যদিও তিনি বিদ্যাপতি ও চন্ডিদাসেৰ দ্বাৰা  
প্ৰভাবিত, তবু তাৰ শব্দ বিন্যাস ও চিত্ৰকল্প বচনায় বাৰ্তমত মুসামান্য ছিল। তিনি  
ছিলেন মূলত সুবকাৰ। বাণ্য সঙ্গীতে তাঁৰ দখল ছিল অসামান্য। মনোহৰসাগী  
কীৰ্তনে ও যে তিনি যথার্থ পাবদ্রম ছিলেন তাৰ বহু নিদৰ্শন তাঁৰ অন্যান্য কাব্যে  
ছড়িয়ে আছে।

বীৰচন্দ্ৰেৰ কাব্য প্ৰাউভা স্মৃৎ ববীন্দ্ৰনাথকে ও প্ৰভাবিত কৰোঁছিল বলে অনেক বিদ্বদ্ভ  
সমালোচক মনে কৰেন। আমবা মনে কৰি বিষয়টি বিতৰ্কিত কিছু তবুও একথাও  
স্বীকাৰ কৰি বীৰচন্দ্ৰেৰ সঙ্গ ববীন্দ্ৰনাথেৰ যে সম্পৰ্ক গড়ে উঠেছিল এবং ১৮৯৪  
ও ১৮৯৬ সালে তাঁদেৰ যে সুনিবিড় ও সখ্য সম্বন্ধেৰ ইতিহাস আমবা পাই তাতে,  
কিশোৰ-কবি ঐ বিদ্বদ্ভ প্ৰোট বাজপুৰুষেৰ অভিজ্ঞতাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে  
পাবেন।

বীৰচন্দ্ৰেৰ একটি গানেৰ কলি আমবা তুলে ধৰছি — পাঠক ববীন্দ্ৰনাথৰ বচনায়  
এৰ মিল খুঁজে পোলেও পেতে পাবেন।

“ আজু মন্দ মন্দ বহত পৰন,  
বিবহীনী জন হৃদয় দাতন  
পিয়াকি কাৰণ খুৱত নয়ন,  
মাহেবী ফাগুন আয়েবী।  
ফুটা বহি ফুলমালতী,  
গেঙ্কী গোলাপ উজাব সেউতি  
ওঁৰ বকুল চম্পক যুঁথি,  
অলিয়াগণ গুপ্তে  
মত্ত ময়ূৰ নাচত সঘন,  
হেবত ববৰু যুবতীগণ  
কোয়েলা কোয়েলী মধুকবগণ,  
দাস বীৰচন্দ্ৰ গায়েবী।”

(হোৰি : বসন্ত কঠাব)

আজকে আমাৰ কাষে এটা অত্যন্ত আনন্দেৰ যে ত্ৰিপুৰাৰ আধুনিক যুগেৰ প্ৰবৰ্তক,  
যাকে ত্ৰিপুৰাৰ ‘বিক্ৰমাদিত্য’ বলে উল্লেখ কৰা হয় — সেই প্ৰাচীনস্মৰণীয় ইতিহাস  
পুৰুষ মহাৰাজ বীৰচন্দ্ৰেৰ মৃত্যু শতবাৰ্ষিকীৰ মহালাগে আমাৰ অনুজ প্ৰাৰ্থন বন্ধু ও  
গল্পকাৰ নিলিপ পোদ্দাৰ সেই মহামহীমেৰ অন্যতম সাৰ্থক ও বৰ্তমান দম্পত্য  
‘বুজান’ কাব্য গ্ৰন্থেৰ পুনঃপ্ৰকাশেৰ বাবে কৰেছন। (প্ৰথম প্ৰকাশ ১৮৯২  
সালে)। ১৮৯৬ সালে কোচকাতাৰ কালিঘাটেৰ মহাশ্মশানে শায়িত হ’বাব পৰ  
বিগত ১০০ বছৰে এই মহান স্ৰষ্টাৰ সমাধি পাবে কোন কাব্যানুবাগী বা বাজনুবাগী  
একদিনেৰ তৰেও অৱনত শ্ৰদ্ধায় একটি মোমেৰ প্ৰদীপ ও স্বেল’ছন বলে আমাদেৰ  
জান্না নেই। তাৰ মৃত্যুৰ শতবৰ্ষ পূৰ্বে বিস্মৃত উত্তৰপুৰুষেৰ তৰফে পাপস্ৰাৱণেৰ  
যে যথোচিত প্ৰমাণ নিলিপ নিয়েছন তা অৱশ্যেই আমাদেৰ ইতিহাস চেতনাক  
সামান্য হলেও দোলা দিয়ে যাব এই বিশ্বাস আমি সৰ্বান্তঃ কৰণ পোষণ কৰি।

নিকচ চৌধুৰী

২৯শে নৱেম্বৰ, ১৯৯৬ ইং

৪/৪১ কৃষ্ণবন উপনগৰী

আগবতলা, ত্ৰিপুৰা।

# শ্রীশ্রী ঝুলন ।

গীতি ।

ত্রিপুরা ১২৮৮ সনে  
শ্রী বীরচন্দ্র দেব বস্মণ কর্তৃক  
বিরচিত ।

স্বাধীন - ত্রিপুরা ।

নুতন হাবেলী-ললিত যন্ত্রে,  
শ্রী ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০২ ত্রিপুরাব্দ ।

রাজবাড়ী — নূতন হাবেলী,  
২৮ শে বৈশাখ, ১৩০২ ত্রিপুরা।

প্রিয়তমা,  
স্বর্গীয়া ভানুমতী দেবীর

কর - পক্ষজে—

### উপহার।

দেবি,

তুমিত স্বরগ-পুরে — জানিনাকো কত দূরে,

কোন্ অন্তরাল-দেশে করিতেছ বাস,

পশিতে কি পারে সেথা মানবের শোক গাথা,

বিরহের অশ্রুজল, দুখের নিশ্বাস ;

হেথা আমি আছি প'ড়ে হৃদয়ের ভাঙা ঘরে,

গণিতেছি সারা দিন জীবনের বেলা,

যেন রে উপল-দেশে সাথিহীন একা ব'সে,

জানি না ফুরাবে কবে মরতের খেলা ;

তুমিত গিয়াছ চ'লে কত স্মৃতি চিহ্ন ফেলে,

নিরাশ-ভগন-হৃদি-দুয়ারের কাছে,

চুমিয়া সে চিহ্ন গুলি অতীতের ব্যথা ভুলি,

আজিও আহত প্রাণ তাই বেঁচে আছে।

ঝুলন-মঙ্গল-গীত

করেছিলু বিরচিত,

তোমার আদেশে প্রিয়ে করিয়ে যতন,

পাতাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে

জীর্ণ হ'য়ে ছিল প'ড়ে,

করিয়াছি আজি তার পুন-সংস্করণ ।

দারুণ শোকের ঘায়

ছিলু যবে মৃত প্রায়,

একা বসি দিবা নিশি করেছি রোদন,

কাঁদিলেই অনিবার

ঘুচিত বুকের ভার,

সে গান দুখীৰ তরে ছিল বিনোদন ;

রাইকানু-বিলসন,

প্রেমলীলা-বসায়ণ,

তব স্মৃতিময় এই কবিতা আমার,

হৃদিসিক্ত আঁখি-নীরে

উদ্দেশে তোমার করে,

সঁপিলাম সমাদরে “গীতি-উপহার” ।

আজিও তোমার—

শ্রী বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মা ।

## সূচনা

ঝুলন-গীতি মহাজন-পদাবলীর ছায়া লইয়া লিখিত । পদের ভাষা  
অপ্রচলিত ও দুরূহ, তাহাতে অধিকার জন্মান সুকঠিন ; গানগুলি যে  
তত সুবিধার হইয়াছে এরূপ আশা করা যায় না, ইহা আমার প্রথম  
জীবনের স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র এবং শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শাস্তি দায়ক বলিয়াই,  
যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল তাহার কোনও অংশ সংশোধন না করিয়া  
প্রকাশ করিলাম । উপহার পাঠে “শোকসন্তপ্ত-হৃদয়” বলিবার কারণ  
উপলব্ধি হইবে । ভিন্ন ভিন্ন লীলার আর কতগুলি গান সময় অভাবে  
অপ্রকাশিত রহিল । ভরসা করি সেই গানসহ নতুন লিখিত কত গান  
সম্মিলিত করিয়া শীঘ্রই মুদ্রাঙ্কন করিতে সক্ষম হইব ।

রাজবাড়ী - নতুন হাবেলী  
২৯ বৈশাখ ১৩০২ ত্রিপুরা । }

শ্রীবিরচন্দ্র দেববর্ম্মা  
রচয়িতা ।

## ঝুলন

--o--

বিষয়বিষগতানাং ভক্তিপীযুষসিত্তৈ-  
ভুমসি বিভব পূর্ণঃশ্বৈর্গুণৈবাবতীর্ণঃ ।  
কলিকলুষনিহস্তা হ্রাং বিনা নাস্তি কশ্চি-  
দধমমকৃত পুণ্যং পাহি মাং গৌবচন্দ্র ॥১



## শ্রী শ্রী গৌরচন্দ্র ।

--o--

দেখ রে রঙ্গ, গৌরচন্দ্র কোলে অপরূপ ভাতিয়া,  
অনুপম রূপ নাহিক স্বরূপ.  
প্রভাত অরুণ জিনিয়া, অতি ঝলমল,  
সুবঙ্গ হিম্মোল ঝুলায় ভকত মিলিয়া,  
সঘন আনন্দে করু জয়ধ্বনি,  
যতেক নদীয়া রাসিয়া, গৌরকিশোর  
করু নব রসে কুটিল কটাখ রঙ্গিয়া,  
নদীয়া নদীয়া হেরি ও মাধুরী  
বিবশ মদনে মাতিয়া,  
ঝুলতহি পহুঁ আনন্দ হিল্লোলে  
কত কোটি কাম জিনিয়া,  
পহুঁ গুণগান আনন্দে গাওত,  
দীন বীরচন্দ্র দাসিয়া । ২

--\*--

মাস শাওণ মন্দ পওন,  
ততহি চাঁদনী রাতিয়া,  
দলকে দামিনী যৈছে কামিনী  
জলদ কোলে ঝাঁপিয়া,  
মন্দ পওন চুম্বত ফুল  
গন্ধ চহুঁদিশি ডারিয়া,

গুন্ গুন্ করু মন্ত মধুপ  
 পিউ পিউ বোলে পাপিয়া,  
 আমার, গৌরকিশোর করু নব ভাবে  
 কতহুঁ নবীন ভঙ্গিয়া,  
 ঝুলতহি পহুঁ কতহুঁ ভাতি  
 সঙ্গে কতহুঁ সঙ্গিয়া,  
 হাসনি লহু লহু ভাষণি,  
 কিয়ে ভাব-রসে মাতিয়া,  
 হরিনাম রসে ভাসল আজু  
 নদীয়া ধনি ধনিয়া,  
 ঝুলন মঙ্গল নদীয়া নাগবী  
 গাওত সু-স্বর কণ্ঠিয়া,  
 ভাসত অধম বীরচন্দ্র অহি  
 রসে নিজ বিছুরিয়া । ৩

— ৩ —

শাঙলী চাঁদিনী রাতি নিবমল,  
 উজ্জর সকল বন,  
 নানা ফুল রাজি তাহে বিকসিত,  
 গুঞ্জরে ভ্রমরাগণ ;  
 নব তরু ডাল ফুল ভরে ভাল,  
 সুগন্ধে পূরল তাই ;  
 নিরখি সে শোভা মুনিমন-লোভা,  
 মনেতে হইল রাই ;  
 নিকুঞ্জ কাননে রতন হিন্দোলা  
 তাহে রতনেতে বাঁধা,  
 নানা জাতি তরু শোভিয়াছে চারু,

নানা ফুলে তাহা ছাঁদা ;  
শোভে চাবিদিকে মণি মাণিক্যেব  
হাটনি গাঁথনি কত,  
বেড়িয়া তাহাতে নানা জাতি ফুল  
শোভিয়াছে নানা মত,  
চাবিটি পতাকা উপবে উড়িছে,  
যেন দিনমার্গ আভা,  
দেব অগোচর অতি বম্যস্থল,  
কে পাবে বর্ণিতে শোভা ;  
মাণিক্যেব খান্দা কবে ঝলমল,  
এমতি মন্দপ ঘব,  
নিবাখয়া কবে পবাণ জুড়াবে  
বীরচন্দ্র অতঃপব । ৪

শ্রোব ।

প্রহসতি গগনঃ শশি কিবণাধব কাটৈঃ ।  
 প্রহসতি বিপিনং প্রসূন-দশন বিলাটৈঃ ॥  
 বিলসতি সবসী বিকচ-কুমুদ কুল হাটৈঃ ।  
 বিলসতি যমুনা বিম্বিত-শশধব ভাটৈঃ ॥ ৫

ଆକ ।

প্রবহতি পবনো ললিতকুসুমপবাগৈঃ  
প্রচলতি জলদো নভসি সুধাকব বাগৈঃ।

ନ୍ତାତି শিখିନୀ প্রାବ୍‌সি ঘনানୁରାগে-  
বহিরভিধাবতি ললনা ভবনত্যাগেঃ ॥ ৬

## অভিসার গীত ।

১--অভিসার ।

বরিখ যামিনী                      চলি কামিনী  
ছোড়ি নিজ নিজ বাস রে,  
পথহি মিলল                      সবহুঁ নাগরী  
চলি নাগর পাশ রে,  
ললকে দামিনী                      চমকি কামিনী  
ধরতি ইহ উহ হাত রে,  
গুরুয়া কুচভরে                      চলন মধুর,  
গীন জঘনক ভার রে,  
চলত পদ, অতি                      রণিত মঞ্জীর  
করত কণু বুনু নাদ রে,  
প্রাণনাথক সাথ                      মিলন ভেল,  
পূরল দুহুঁক আশ রে,  
গেরী শ্যাম দুহুঁক                      করত কুতূহল  
গায়ে বীরচন্দ্র দাস রে । ৭

২--অভিসার ।

গতি মধুর-কুঞ্জরবর  
গমন করত রাই,  
ঘন দুলিছে হার,ঝুলিছে বেণী,  
পথে চলিতে সঘনে টলিছে চরণ,

ঐছে চলত বিধুমুখী বাই ।

খসি পঙ্কেতে লোটায় নীলিম বসন,  
যাইতে বোধয়ে গতি, কি ছাব বসন,  
কেন বাধা দেয় আজি নিটুব এমন,

সখী সনে চলে বিধুমুখী বাই ।

শ্যামসোহাগিনী হংসীগমনী সখীসনে ইত্যাদি-  
ববষাব নিশি, আঁধায়াব দিশি, বয়েছে মেঘেতে  
চাদেতে মিশি, ননোদী শাস্তবী কেহ কোথা নাই,

সখী সনে চলে বিধুমুখী বাই ।

ধনী, কহিছে খেলিব বঁধুয়াব সনে, দোলায় ঠুপি  
ঝুলিব সঘনে, মনেব আনন্দে বীবচন্দ্র ভণে,  
দেখিব নয়ান ভবিয়া তাই । ৮

৩--অভিসাব ।

গজগঞ্জন-গামিনী ধনী, বমণীব শিবোমণি,  
হেটে চলে সুছাঁদে ।

ভাবল সুগন্ধে নন্দ নন্দন আনন্দদায়িনী ।

মুখে মদ হাসি মধু বাশি বাশি,  
দেখে শশী মসি মাখল বুক ।

(দোনে) মাণময় হাব মুণিমনোহব  
উচকুচ-কাঁচ ঢাকিছে ধনী ।

চলন মম্বব কিবা মনোহব,  
দুর্লছে নিতম্ব কানুমন-চোব ।

গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনী

ধনি ধনি ধনী নাগব মোহিনী,  
(কিবা) চাক উক ঢাকা নীলাম্ববে,

ঢাকা মেঘে সঙ্কোচিত যেন রে চপলা,  
(আছে) চন্দ্রহার বেড়ি শ্যামের মন বেড়ি  
বীরচন্দ্র কয় শ্যাম-মোহিনী । ৯

୫-- ଅଭିସାର ।

রসিক সদনে                      রসবতী ধনী,  
রসভরে চলি যায়,  
রূপ নেহ'রিয়া                  ব্যাকুল হইয়া,  
মদন মূৰ্ছা পায় ।  
যুগল কুন্ডল                    করে ঝল মল,  
বেষ্টিত মালতী ফুলে,  
কি ছার বিজরী                আপনা পাसरি,  
ঝলকিছে নভ-মূলে ।  
ললাটে সিন্দূর                  তম করে দূর,  
নাশায় বেশর দোলে,  
উদয়-শিখরে                  যেন শশধরে,  
রবির সহিত মিলে ।  
নলিন নয়নে                  অতুল বয়ানে,  
অমিয়া লহরী হাসি,  
ও রূপ উপমা                  ও রূপেই সীমা,  
কি ছার পূণিম শশী ।  
শ্যাম-মনহর                  উরজ সুন্দর,  
বিচিত্র অঙ্গুর তায়,  
বক্ষে অনুপাম                  মুকুতার দাম,  
সঘনে দোলায়ে যায় ।  
সুনীল অঙ্গুর                  জিনি মেঘবর

কটিতে কিস্কিনী সাজে,  
চরণ সরোজে  
শোভে বন্ধরাজে,  
রুণু ঝনু ঝনু বাজে ।  
হেরি মকরন্দ  
ধায় অলিবৃন্দ  
না ছাড়ে তিলেক পাশ,  
রসলীলা-সার  
রাখি অভিসার,  
গায় বীরচন্দ্র দাস । ১০

৫--অভিসার ।

চললি ব্রজমোহিনী ধনী,  
কুঞ্জরবর-গামিনী রে,  
কেলি-বিপিনে সাজলি বঙ্গে,  
সঙ্গে নব নব বঙ্গিণী রে,  
মদন প্রসঙ্গে পুলক অঙ্গে,  
নব অনুরাগ প্রেম তরঙ্গে,  
চলত সুদঙ্গে কতহি রঙ্গে,  
চঞ্চল মৃগী নয়নী রে ।  
বদনমন্ডল শারদ চাঁদ,  
মনসিজ মনে লাগত ধাঁদ,  
নিখিল ভুবন-মোহিনী রে,  
কবরী মন্ডিত মালতীর মাল,  
নব জলধরে তডিত-জাল,  
থকিত চকিত চৌদিকে হেরত,  
চিতে অবিরত ভয় ননোদিনী ।

মছুর চলনে,                      নিতম্ব দোলনে  
 মোহন মোহন বাজিছে কিঙ্কিণী রে ;  
 নীলিম বসন,                      রতন ভূষণ  
 মণিময় হার দোলয়ে সঘনে,  
 (কিবা) ঝুলিছে বেণী                      যেন রে ফণিণী  
 শ্যাম নাগরের হৃদয় দংশিনী ;  
 বামেতে বিশাখা, দখিণে ললিতা,  
 দুই হাত দিয়া দোহার কাঁধে,  
 নির্ভর করিয়া পঙ্কিল বাটে  
 চললিহুঁ বিধুবদনী ধন,  
 বীরচন্দ্র দাসের এ দসা ফিরিবে,  
 সেবিতে যাইবে হইয়া সঙ্গিনী ॥১১

শ্লোক ।

শ্রুত্বা দূরে শ্রুতিমধু মধুরমুদারং ।  
 মুরলীনাদং রমণীহৃদয়বিদারম্ ।  
 স্মারং স্মারং স্বহৃদয়মদনাবতারং ।  
 রাধা প্রবিশতিকুঞ্জং নিভৃতাগারম্ ॥ ১২

শ্রীমতীর সহিত সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন--  
 প্রবহতি যমুনা যদ্বৈগুণীতে প্রতীপং ।  
 নিপিহিত শিশুনীড়ান্ পক্ষীনো যন্ত্যজন্তি ॥  
 তাজ্জতি কবলগুচ্ছং যেন যুথো বিমুঞ্চঃ ।  
 বয়মিতি যদুপেতা নাথ হে কিং বিচিত্রং ॥১৩

----



## মিলন ।

-- ০ --

সযতনে আগুবাড়ি                      প্যারীর হাতে ধরি,  
আপন উর'পর রাখি,  
নিজকর-পঙ্কজে                      পদযুগ মুছই,  
হেরত অনিমিত্ত আঁখি ।  
রসিক শিরোমণি                      শ্যাম-সুনাগর,  
পিরীতি-মুরতি -অধিদেবা,  
যাকর বদন দরশি                      দুখ দূরে গেও,  
সেই শ্যাম নিজে কর সেবা ।  
মেঘ বিন্দু নীরে                      ভিঙল সব দেহ,  
নিজ করে মাজই মুখ,  
ফুল বীজনি লেই                      মৃদু মৃদু বীজই,  
পুছত পছকি দুখ ।  
ফুলময় হিন্দোল                      অতিশয় সুশোভন,  
নাগর উঠল তায়ে,  
রাইক করে ধরি                      উঠাই তছু পরি,  
সব সখি চৌদিকে গায়ে ।  
দুহঁ মন রিখে                      ভিজি রস-বাদরে,  
আদর কো কর ওর,  
বীরচন্দ্র দাস                      আশ কর হেরইতে  
সখী সহ যুগল কিশোর । ১৪

----

পুষ্পমালা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের গীত ।  
শ্রীরাধা পরমারাধ্যা, রাধিকা কৃষ্ণবল্লাভা ।

কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্রীগোপীজন বল্লভঃ ॥১৫

দেখ রে দেখ সখি, যৈছে নাগর ঐছে  
 মনোমোহিনী, দেখ রে ইত্যাদি ।  
 দেখ সখি যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী রে,  
 তছু মনোমোহিনী মনমোহন শ্যাম দেখ রে ।  
 রতি নাথ মনোহর বেশ ধরং,  
 রতি মন্থাথ পঞ্চক কাম শরং ।  
 দেখ রে, যৈছে শ্যাম ঐছে প্রিয় সোহাগিনী রে,  
 দেখ রে, দেখ ইত্যাদি ।  
 মৃদু হাস্য সুধাময় চন্দ্রমুখং,  
 মধুরাখর সুন্দর পদ্মমখীং ।

কি দিয়া তুলিব দোহে, তুলনা নাই জগতে,  
দেখ রে ইত্যাদি ।  
দন্তে তৃণ ধরি কই, যুগল করুণা বই,  
না পূরিবে অধমের আশ,  
অধমে কটাক্ষ করি হের শ্যাম ব্রজেশ্বরী,  
কহে দীন বীরচন্দ্র দাস । ১৭

-----

ঝুলে দুহুঁজন রতন হিন্দোলমে,  
সখি, দেখ দেখ সখি রে-  
নীলমণি কাঞ্চন,  
দুহুঁজন মুখইন্দু, নিন্দিত ইন্দু,  
যেছে সুন্দর ইন্দীবর,  
ঐ হের, সুন্দর আন্দোলিত হিন্দোলমে,  
বিপিন বিহার করত নন্দ-নন্দন,  
সুবদনী ধনী রমণীমণি সাথমে,  
হরষে বিহরত কুঞ্জনমে,  
গগনহি মগন সঘন শশী হেরিয়ে  
দুহুঁজন রূপ সুছাঁদ — ঐ দেখ,  
মেঘে লুকায়েছে রে  
বারিদ মধুর গরজি সব ঘেরল,  
বিন্দু বিন্দু করু পাত,  
কহুঁ বীরচন্দ্র, মলয়ানিলে দুহুঁজনে,  
মৃদু মৃদু করতহি বাত । ১৮

-----

দেখহুঁ সজনি, ঝুলত কৈছে বনি বনি,

বহুবিধ কুসুম বিরচিত হিন্দোলে,  
দুহুঁ রাপে দুহুঁ মন ভোলে  
বেড়ল কাঞ্চন নীল রতন কিয়ে,  
কুবলয় চম্পক যোড়ে,

কনক কমলে অলি, মাতি রহল যৈছে,  
হিম-কবে শ্যাম-চকোরে,  
কি শোভা দোহার রূপেতে,  
দেখ সখি, মন মাতায়েছে রে,  
ঐ দেখ প্রাণসখি, রাইকানুর যুগল রূপে,  
ঐ দেখ, নয়ান ভরি দোহার রূপ-লাবণী,  
যেমন শ্যাম তেমনি আমাদের ধনী ।  
নিতি নব দুহুঁ জন করত বিলাস,  
মবম-মন্দিরে হেরু বীরচন্দ্র দাস । ১৯

----

পয়োধারা স্নিগ্ধে সঘন নভসি প্রাবৃষি নিশি ।  
লতাকুঞ্জে গুঞ্জদ্রুমর পরিকীর্ণে কুসুমিনি ॥  
রমেশ স্তাং লীলাং জলদ তড়িতামনুহরন্ ।  
রমায়াং দোলায়াং সহ সুরময়া ক্রীড়তি মুদা ॥ ২০

----

ঐ দেখ রে, নাগর ঝুলিছে ভালে,  
চূড়াটি বামেতে হেলে,  
নব মেঘে যৈছে ইন্দ্রধনুকের শোভা রে, “নাগর”  
নিন্দি নব মেঘবর, ঐ যে নীল কলেবর,  
সঙ্গে ঝোলে রসবতী কানু সোহাগিনী রে,  
ভুবন মোহন শ্যাম মোহিলে মোহিলে মন,

তাঁহার মোহিনী প্যারী মোহিলে মোহিলে রে,  
তাহাতে বাজয়ে বাঁশী ঢালিছে অমিয়া রাশি,  
কেমনে ধৈর্য ধরি যাব নিজ ঘরে রে,  
আর নাই ঘরে যাব যৌবন যাঁচিয়া দিব,  
পরান নিছনি তার পায় রে ।

দেখ দেখ আজু কি মোহন রাতি,  
চমকয়ে দামিনী মদনক ভাতি ।  
আজু কি রজনী মনমথ-রঙ্গ,  
সফল যৌবন যব সো পুরুষসঙ্গ ।  
বীরচন্দ্র কহে রূপ শেলের সমান,  
নাই বাহিরায় শেল দগধে পরান । ২১

----

দেখ রে সখি, অতি সুমধুর রূপ,  
নয়ন যুগল করয়ে শীতল,  
বড়ই রসের কূপ ।  
কিবা সে চাহনি ভুবন-ভোলনি,  
দোলনি বকুল মালা,  
মধুর লোভেতে ভ্রমরা বোলয়ে,  
বেড়িয়া তহি রহলা ।  
দুইটি মোহন নয়ানের বাণ,  
দেখিতে হৃদয়ে হানে,  
পশিয়া মরমে ঘুচায়ে ধরমে,  
পরান সহিতে টানে ।  
মরি প্রাণসই ভুবনে না হয়,  
এমন রূপ যে আর,

[illegible]

কিবা নীল মেঘ উঠিছে আঃ, মরি  
আকাশের মূল আঁখিয়ার করি।  
গাড় নীলরুচি কাদম্বিনী কোলে,  
ঘন ঘন ঐ দামিনী খেলে।

গম্ভীর গরজে নব জলধর,  
শিহরিল অঙ্গ মাতিল অন্তর ।  
ঐ শুন সখি, বোলয়ে দাদুরী,  
কিবা মনোহর সময়-মাধুরী ।  
এ হেন সময়ে যুগল-মিলন,  
বীরচন্দ্র দাস কবে পাবে দরশন । ২৩

বরিখ চাঁদনী      আধ মলিনিমা  
 রস বিহারের নিশি আজিরে ।  
 হইয়া কৌতুকী      ঠমকি মুচকি,  
 হাসিতেছে যেন বনরাজি রে ।  
 মেঘ সুরসিয়া      ঈষত বর্ষিয়া,  
 প্রেম বিন্দু বিন্দু যেন ঝরিছে,  
 ঐছন সময়ে      রসবতী ল'য়ে,  
 রসিক নাগর ঝলিছে ।

সুবক্ষ্ম ঠামে    বসবতী বামে,  
                         ঈষত ঈষত প্রেমে দোলিছে ,  
মিলি সমসুরে    সখীগণ পূরে,  
                         মধুর মধুর কিবা রসে গাইছে ।  
দুহঁ গুণ দুহঁ    আনন্দে গাওত,  
                         দুহঁক মুখ দুহঁ হেরিয়া,  
ঐছে হেরি দুহ    সফল করু দেহ,  
                         অধম বীরচন্দ্র দাসিয়া । ২৪

-----

বরষা সময়ে চাঁদনী রাতি,  
ঘন আবরণে মলিনা ভাতি ।  
নব জলধর হরষে বরষে,  
মত্ত দাদুব ডাকয়ে হরষে ।  
তমালের ডালে শিখিকুল নাচে,  
রমণী-হৃদয় যাঁচে ।  
গরজে বারিদ, চমকে চপলা ,  
থর থর কম্পে নবীনা বালা ।  
নাগরী সঙ্গে নাগর ঝুলে,  
ঈষত ঈষত নূপুর বোলে ।  
এ হেন সময়ে বীরচন্দ্র দাস,  
যুগলমিলন নিরখিতে আশ । ২৫

-----

দেখ রে এ সখী, আজু কি ভিনি ভিনি  
                         চাঁদনী রাতি,

চৌদিকে সারীশুক পিককুল গাওত,  
পাপীয়া দাদুরীগণ মদন জাগায়তি ।

দেখ রে সখি, ইত্যাদি ।

ঘন ঘন সৌদামিনী ঝলকত, ললকত  
গরজত গম্ভীর নিনাদে রে,

দেখ রে ইত্যাদি ।

রিমি ঝিমি বরখত মলয় পবন সাথ,

যুবক যুবতী চিত মদন মাতায় রে,

ঐছন সময়ে বিহরত নওল কিশোর,

যমুনা পুলিনে, কুঞ্জ সুশোভনে,

শোভন হিন্দোল মাঝ রে,

নাচত গাওত রঙ্গিনী যোড়,

বিহরই কাননে যুগল কিশোর রে ।

ঐছন নিরুপম ঝুলন বিলাস,

আনন্দে হেরত বীরচন্দ্র দাস ।২৬

-----

বিধি রে, কি দিয়া সৃজিলে তার মুখ,

— চাঁদ নিঙাড়িয়া কিবা অমিয়া ছানিয়া রে,

মদনের বাণে গড়েছে, কাহার তুলনা দিব,

নয়নে তা দেখে নাই, কত কোটি কাম বুঝে

লইয়া বালাই ।

মনে এই সাধ করে, রাখিয়া হৃদয় 'পরে,

হেরিয়া মনের সাথে জুড়াইব বুক ।

অখম পামর বীরচন্দ্র দাস ভাবে,

নয়ন ভরিয়া কবে দরশন পাবে ।



দেখে আজু নটবর ঝুলত রে,  
 সঙ্গে বিধুমুখী প্যারী ঘন ঘন নয়ন ঢুলায় রে,  
 কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ,  
 লহ লহ চাঁদনী হাস,  
 নাচত মন্ত ময়ূর মধুকর সারী শুক  
 পিককুল পঞ্চম ভাষ ।  
 রহি রহি দামিনী চমকত থোর,  
 সুদূর গরজন শ্রবণ রসায়ে,  
 বরষে নব ঘন হরষে রিমি ঝিমি  
 রিমি ঝিমি রহি রহি আয়ে ।  
 তারাগণ সঁঞে হেরি সুধাকর  
 লাজে লুকায়ে আপন কাঁতি,  
 দরশে বীরচন্দ্র হরষে বিহরই  
 যুগল, কলপ সম রাতি । ২৮

-----

দেখে ঝুলত নওল কিশোরী রে,  
 ললিত মধুর হাস দেখে দেখে রে,  
 — মোহিলে মনোমোহিনী ।

বদন-চাঁদ নিরখিয়ে গগন-চাঁদ লুকায়েছে রে,  
 মেঘেতে রে- করবী বকুল ফুল,  
 আকুল অলিকুল, মধু পিবি পিবি উতরোল রে ।  
 হের সখি, কত না মোহিনী জানে রে, প্যারী ।  
 ( হের সখি ) মোহিলে মোহিলে মন,  
 শ্যাম-মনোমোহিনী ।

সব প্রিয়সখী মেলি রূপ নেহারত  
 বীরচন্দ্র দাস রহঁ দূরে রে । ২৯

কুঞ্জে ঝোলে শশধর মুখী রাধিকা শ্যাম সঙ্গে,  
হর্ষে খেলে কত কুলবতী সঙ্গিনী রঙ্গ ভঙ্গে ।  
বাজে বীণা মধুর মুরলী ধীর নাদে মৃদঙ্গে,  
প্রেমামোদে বিগত রজনী কাম-কেলি প্রসঙ্গে ।  
ঝুলিতেছে নটবর                    প্রেম-রসে ঢর ঢর,  
সঙ্গে ঝুলে শ্যাম সোহাগিনী,

(সুধাংশুবদনী)

ঘন ঘন আঁখি ঠারে                    মোহন মুরলী পূরে,  
হেরি সব ব্রজের রমণী ।  
দারুণ মদন-দাপে                    অবলা হৃদয় কাঁপে,  
শ্যাম রূপ করি দরশন,  
ক্রমেতে কবরী খুলি                    পড়িতেছে বেণী ঝুলি,  
ঘন শ্বাস শিথিল বসন ।  
সব ব্রজ-নারীগণে                    উন্মত্ত দেখি তখনে,  
হাসিতেছে নটবর রায়,  
ইহ রস-বিলসন                    হেরিয়ে জুড়াবে প্রাণ,  
দাস বীরচন্দ্র গুণ গায় । ৩০

----

দেখ রে সখি, উয়ল নব নব মেহা-  
চৌদিকে ঝাঁপি রহুঁ ঘন, ঘনগরজত,  
বরখত মদন জাগায়ে রে,  
পিউ পিউ নাদে পাঁপিয়া কুল গাওত,  
দাদুরী তাল বাজায়ে রে ।  
ইহ সুখ কুঞ্জনমে,                    বিহরই রসবতী  
রঙ্গ হিন্দোলমে ।  
দেখ সখি, কতই মোহিনী জানে,

— নাগর ডুলাইতে ধনী কতনা মোহিনী জানে,  
—ইহ সুখ কুঞ্জনমে ।

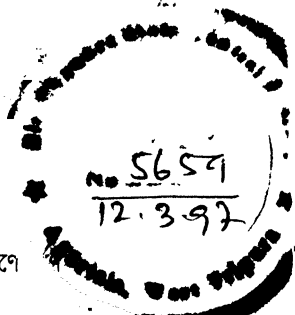
বীরচন্দ্র দাস প্রাণ মন ভরি গাওত,  
রাই কানু ঝুলত সুবঙ্গ হিন্দোলে । ৩১

-----

ভুবন মোহন শ্যাম ঝুলত  
সঙ্গে রসবতী প্যারী রে,  
সব সখীগণ হরষে গায়ত  
মধুর ললিত সূতান রে,  
কেহুঁ নাচত, কেহুঁ বাজায়ত,  
রতন হিঁড়োল বেড়িয়া রে,  
রসিক নাগর কোরে রসবতী  
গাওয়ে সখীগণ সাথ রে ।  
ঈষত হাসত, মধুর গায়ত,  
সঘনে নয়ান ঢুলায় রে,  
শ্যামসুন্দর মাতি ঢর ঢর  
বদন-ইন্দু ঘন চুদ্বই রে,  
চালে পদগতি ঝুমকে ঝুম্ ঝুম্  
মৃদঙ্গ ধানানানা বলে রে,  
সবহুঁ সখীগণ হরষে নিমগণ  
নাচত আনন্দে মাতিয়া,  
ও রস মাধুরী মনহি মন ভরি  
গাওত বীরচন্দ্র দাসিয়া । ৩২

-----

আজু বারিদ গরজে গভীর,  
 সুমন্দ বহতহি মলয় সমীর ।  
 আই শাঙণ চাঁদনী রাত্তি,  
 ব্রজ যুবতীগণ রহঁ মদ মাতি ।  
 পাপিয়া বোলত কদমকি ডারে,  
 রিঝি রিঝি ঝুলত প্যারী সুপ্যারে ।  
 ঝুলত প্যারীসহ বনোওয়ারী,  
 চৌদিকে নাচত সব ব্রজনারী ।  
 ঝানানা, ঝানানা, ঝানা বাজে ঘুঁগরাওয়া,  
 ঝিনী ঝিনী রোল ভোলে ঝিগরাওয়া ।  
 আলিরী নিরত করত ঘেরি ঘেরি,  
 দুহঁ ঝুলত ফুল-হিন্দোল উপরি ।  
 নব ঘনশ্যাম কাম-মনোহারী,  
 কাঞ্চন মণি জনি বামে কিশোরী ।  
 বীরচন্দ্র দাস বলিহারি যাও,  
 ঐছে ঝুলন কব দরশন পাও । ৩৩



নৃত্যতি সব সখীগণ মেলি, গাওত খণে  
 মধুর মধুর সুতাল বাজায়ে রে,

লোলাপাঙ্গ সকামহাসললিতা নৃত্যতি গোপাঙ্গনাঃ ।  
 মধ্যাক্ষপতয়া স্থলংকবরিকা বেণী শ্রুথং কম্পতে ॥  
 কাঞ্চী স্পুলনিতম্বয়োশুচুকমোর্ছারশ্চ সন্দোলতি ।  
 পাদক্ষেপণ-লীলয়া রণং শব্দায়তে নৃপুরম্ ॥  
 নব নব ছন্দে প্রবন্ধে চালত পদ ঝুন ঝুন নৃপুর  
 ঝানানানানানানানা বলে রে ।

15 1/2 100  
 48 P.  
 B- 257

কাঙ্ক্ষানাং মুখপঙ্কজাৎ পরিসৃতং শ্ৰদ্ধাভিপেয়ং মধু ।  
মজ্জং মোহময়ং স্মরসাকুহকৈশ্চেতো বশীকারকম্ ॥  
অস্ত্রং প্রাপবিদারি কামশরবৎ চৈতন্যাসংহারিচ ।  
গীতং সারিগমা পথানি জনিতং নৃত্যানুরূপং ভবেৎ ॥

অতি সুমধুরস্বরে গাওত ললনা সারিগামা  
পাথানিসা, দিম তানানানানানানানা গায়ে রে ।

গীতৈর্নৃত্যসমষ্টিতৈঃ সুললিতো নাদো মৃদঙ্গোদ্ভবঃ ।  
সংঘোষন্নববারিদানুকৃতি কৃদাঙ্গীররমাশ্রুতঃ ॥  
পীযুষেরিষ পূরিত সুললিতো লীলা-বনং পূরয়ন্ ।  
দৃষ্টা দৃগিতা দৃদিগ্ দৃগি দৃগি দৃষ্টা দৃদিগ্ জুস্ততে ॥

যেছন নৃত্যগীত ঐছে বাজে মৃদঙ্গ,  
তাতা দৃমিকটী কৃতি থৈ থৈ থৈ দৃগী দৃগী,  
যেটিস্তা দৃগি তানা বাজে রে ।  
শ্রমভরে গলিত ললিত দেহ, সব যুবতীগণ  
আধ বসন খসি পরতহি রে ।  
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে নব বুলন, বীরচন্দ্র দাস  
বস গায়তহি রে । ৩৪

----

সখীগণ মেলি চৌদিকে গাওত  
মাঝহি রতন হিঁদোরা,  
তহি পর বুলত প্যারীশ্যাম মাঝহি মাঝ  
কোই কোই সহচরী দেই ঝকোরা ।

বাজত মৃদঙ্গ মঞ্জীর বীণা তাকৃতিকৃতিকৃতি  
দমিদমি কৃতি থৈ থৈ থৈ তানানানানানা বাজে,  
নাচত যুবতী কতহি বিভঙ্গিমা করত  
নেহারত নূপুর ঝানানানা ঝমঝম গাজে ।  
ঈষত ঈষত ঘন মৃদু হাসি হাসত

নয়ন ঢুলায়ত মদন আভাসে ।

চলত পদ অতি চমক নূপুর,  
কত কোটি কাম মনহি মন ঝুর ।  
ভঙ্গী কুটিল গতি মনহি রিঝায়ে,  
বীরচন্দ্র দাস ও পদরজ চায়ে । ৩৫

----

দেখ রে সজনি, আজু কি নিশি,  
সুগন্ধি পবন বহয়ে চৌদিশি,  
ঐ যে ঠমকে, ঐ যে চমকে, সৌদামিনীর হাসি,  
— দেখ রে ইত্যাদি ।

হেরি পিককুল, হইয়ে আকুল, বোলে  
মধুর মধুর স্বরে,  
ঐ শুন, শুন প্রাণের সখি—

নবীন তরুর নবীন শাখায়,  
নবীন পাপিয়া বসি তথা গায়,  
বীরচন্দ্র কয়, এ হেন সময়,

বধিবে রসিক জনারে শশী । ৩৬

----

রে সখি বরখা আই,  
বরখত রিমি ঝিমি জগ-সুখ দাই ।

গরজত মধুর শ্রবণ সুখ দাই,  
 ঐছন বহত সমীর শোহাই ।  
 বোলত চাতক দাদুর মৌরা,  
 পিউ পিউ রটতহুঁ হংস চকোরা ।  
 বিবিধ রঙ্গ খগগণ বহু জাতি,  
 শোভিত চৌদিশি অগণিত ভাতি ।  
 যমুনা পুলিন রস অবগাই,  
 বৃন্দাবন ঘন পরম শোহাই ।  
 কোকিল কুহু কুহু রটত ফুকারি,  
 রাধা নাম রটত বনোওয়ারী ।  
 ঐছন সুখময় শাওন মাহ,  
 ঝুলত প্যারী সঙ্গ সুনাহ ।  
 ঝুলন মঙ্গল জয় জয় বাণী,  
 বীরচন্দ্র ইহ গায়ে বাখানি । ৩৭

----

বোলত নওল কিশোর কিশোরী,  
 আই শাউণ ব্রজ যুবতীগণ  
 মদন বাণমে হোইয়ে ভোরি ।  
 ধীরসমীরে যমুনা-তীবে  
 বনিহো তা'পর ফুল ফুলেরি,  
 বহত সুগন্ধ মধুর মধুবানিল,  
 ঝঙ্কক তছুপর ভ্রমরা ভ্রমরী ।  
 মেহা বরখত দামিনী ললকত,  
 সুমন্দ গরজত দূর গভীর,  
 চৌদিশি পাপিয়া কোকিল ফুকরত,  
 দাদুরী যৈছে বাউরী ।

বীরচন্দ্র দাস  
মন্মে করত আশ  
নিরখিতে শ্যামসো গোরী । ৩৮

বিনোদ হিন্দোলে	বিনোদ নাগর
বিনোদিনী সহ ঝোলে,	
চারিদিকে মিলি	বিনোদিনীদল
নাচয়ে বিনোদ তালে ।	
বিনোদ বিনোদ	বাজিছে নৃপুর,
ঝুন্ঝু ঝুন্ঝু ঝুন্ঝু নাদে,	
মুরজ মুরলী	বীণা মুরচঙ্গ,
বাইছে প্রমোদ মদে ।	
তা কৃতি তা কৃতি	কৃতি থৈ থৈ
মধুর মুরজ বোলে,	
মহুর গতি	পদকি চাল,
সঘন মঞ্জীর রোলে ।	
গাইছে কিশোরী	মুরলীর সহ
মিশায়ে মধুর স্বর,	
মুরলী খুইয়া	চিবুক ধরিয়া
চুম্বয়ে নাগরবর ।	
কমলে মধুপ	যেহন শোভত,
দুই মুখ শোভা তায়,	



-----

ସୁଖମୟ ଶାଂଖୀ ରାତି,  
 ପାପିୟା ଦାଦୁରୀ ବୋଲତ ଯାତି ।  
 ଘନ ଘନ ରିମି ଝିମି ରରଖତ ମେହା,  
 ଯୁବତୀଚିତ ନା ବାଂଧି ଥେହା ।  
 ରହି ରହି ଚାନ୍ଦ ପ୍ରକାଶତ ଭାତି,  
 ରହି ରହି ଝାପତ ନବ ଘନ ପାଂତି ।  
 ଚୌଦିଶି ଝିଞ୍ଜିରୀ ଝିନି ଝିନି ବୋଲେ,  
 ଲଳିତ ଲତା 'ପର କୋକିଳ ବୋଲେ ।  
 ଯମୁନା ବହତହି କଳକଳ ନାଦେ,  
 ନାଚତ ଶିଖିକୁଳ କତହି ସୁ-ଛାନ୍ଦେ ।  
 ଅନ୍ତରେ ଡଙ୍ଗରୁ ଚଲୁ ନବ ମେହା,  
 ଚକ୍ରକତ ଦାମିନୀ କାଁପୟେ ଦେହା ।  
 ଚୌଦିକେ ଦାମିନୀ ଦହନ-ବିଥାର,  
 ହେରଇତେ ଉଚକଇ ଲୋଚନ-ତାର ।  
 ଐଛନ ସୁଖମୟ ଯମୁନା-ତୀରେ,  
 ଘୋଳତ ଦୁହଁ ଜନ କୁସୁମ ଝିନ୍ଦୋରେ ।  
 ସବହଁ ସଖୀଗଣ ହିନ୍ଦୋଲ ବେଢ଼ି,  
 ନାଚତ ଗାଓତ ଦେଇ କରତାରି ।  
 ଦୁହଁ ଖେଳତ ମନ ଆନନ୍ଦ ଭେଳ,  
 କତ ରସ ବଞ୍ଚ କରତ ସଖୀମେଳ ।  
 ରସନା-ରୋଚନ ଶ୍ରବଣ-ବିଳାସ,  
 କହଇ ଝୁଞ୍ଚିର ପଦ ବୀରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ । ୪୦

-----

সখি রে, সুখময় শাঙণ মাসে,  
 রসিক রসবতী                      ঝুলত দুহুঁ মেলি  
    গাওয়ে সখীগণ হরষে ।  
 রজনী দশদিশি                      আধ মলিনিম,  
    গগনে বারিদ ঝম্পিয়া,  
 দমকে দামিনী                      চমকি কামিনী  
    লিপটি নাথকি অঙ্গিয়া ।  
 সঘনে দাদুরী                      করত কলকল,  
    ময়ূর নাচত রঙ্গমে,  
 করহি সন্ সন্                      বহত সমীরণ,  
    মেঘ বিন্দু কি সঙ্গমে ।  
 বরিখে ঝর ঝর                      তরল জলধর,  
    গরজে গম্ভীর মাঁদিয়া,  
 মন্দ মনসিজ                      মনহি দহ দহ  
    দহই বিরহিক ছাঁতিয়া ।  
 এ হেন সুখময়                      মাহ শাঙণ,  
    কেলি-কুঞ্জকি মাঝমে,  
 সবহুঁ সখীগণ                      করত নর্তন,  
    গাওয়ে সুমধুর ঢঙ্গমে ।  
 কেহুঁ কেহুঁক অঙ্গে                      ডারত তোড়ি  
    কুসুমক পাঁতিয়া,  
 কবহুঁ পেখব                      ও রস মাধুরী  
    অধম বীরচন্দ্র দাসিয়া । ৪১

-----

আজ বড়ি সুশোভিত শাওনী চাঁদনী । ধ্রু ।  
সৌদামিনী ঘন সনে হেরি নাচে শিখিগণে  
মাঝে মাঝে ঘন গরজনী,  
পিপাসী চাতকীচিত প্রমোদিত পুলকিত,  
গায় সুখে হেরি কাদম্বিনী ।  
চারদিকে সারি সারি তরুলতা মনোহারী,  
দুলিতেছে মারুত চালনে,  
তাহে বিকসিত ফুল ফুল বেড়ি অলিকুল  
ঝঙ্কারয়ে আনন্দে সঘনে ।  
বিহঙ্গমগণে মেলি কুতূহলে করে কেলি,  
মনোহর নিকুঞ্জকি মাঝে,  
দাদুর দাদুরীগণ কলকল নাদে ঘন,  
ঝঞ্জিরী ঝিনি ঝিনি গাজে ।  
মন্দ মন্দ সমীৰণ হবিলে হরিলে মন,  
প্রাণসখি, হরিলে রে মন,  
বীরচন্দ্র ইহ গায়ে সুখ-ববষা সময়ে  
বিরহিনী জীবন মৰণ । ৪২

----

তিমির ঘোমটা খুলি, হেরে চাঁদ মুখ তুলি,  
শোভে নিশি তারা-ভূষা গায়,  
থণে থণে মেঘ আসি, আবরে চাঁদনী রাশি,  
যেন মৃদু মৃদু হাসি তায় ;  
নানা জাতি ফুল দলে, বিকচ কুমুদকুলে,  
গাঁথি হার পরিয়াছে যেন,  
নব অনুরাগ ভরে, শ্যাম দরশন তরে,

আজি নিশি পাগলিনী হেন ;  
নব রসে রসরাজ      ঝুলিছে নিকুঞ্জ মাঝ,  
রসবতী সঙ্গেতে লইয়ে,  
সখীগণ সঙ্গে নিশি,      রাধিকা শ্যাম-দরশি,  
অনুরাগ কটাক্ষ মিশায়ে ,  
ভাগ্যবতীহে রঞ্জনি,      শ্যাম বামে কমলিনী  
হেরিয়া পূরিল তব আশ,  
দুহঁ রস-খেলন,      পাইবে কি দরশন,  
অভাগিয়া বীরচন্দ্র দাস । ৪৩  
“মনের হরষে”      মন্দ ঝুলাওত  
ললিতা বিশাখা সুখে,  
পাঞা অবকাশ      বেগ অবসরে  
তাম্বুল দেই দুহঁ মুখে ।  
অন্য সখীগণ      কন্তরী কুঙ্কুম  
ফুল লঞা করে করে,  
রাইকানু অঙ্গে      করু বরিষণ  
মনের আনন্দ ভরে ।

-----  
“মনের হরষে” এই পদটি “সুখে” “মুখে”  
“করে” ইত্যাদি শেষ চরণের পরে ধুঞার ন্যায়  
গান করা যায় ।  
কেহঁ কেহঁ গায়      কেহঁ কেহঁ নাচে,  
মোহন মৃদঙ্গ বায়,  
নানাবিধ যস্ত্রে      রাগ তান কত  
আলাপে মধুর তায় ।  
আকাশে বিহুল      দেব দেবীগণ

উর্দ্ধ-পথে দেখি রহে,  
পুষ্প-বরিষণ করে অনুখণ  
দাস বীরচন্দ্র কহে । ৪৪

-----

থামাইয়া দোলা বাধা শ্যাম দুহুঁ,  
শ্রমজলে ভাসি যায়,  
শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রান্তি দূর করে  
মৃদুল চামর বায় ।  
ললিতাদি সখী নিছি নামাইল  
কুসুম আসনে রাই,  
রাই বামে করি বসিল নারী  
সুখের অবপি নাই ।  
শ্রীরূপমঞ্জরী সেবায় মগন  
যে যেমন ভাল জানে,  
কেহুঁ আনে জল বাসিত শীতল,  
উপহার কেহুঁ আনে ।  
কপূর বাসিত সুরস তাম্বুল  
বিশাখা দিল যে মুখে,  
সখীর ইন্দ্ৰিতে দাস বীরচন্দ্র  
পদ-সেবা করে সুখে । ৪৫

-----

থামাইয়ে দোলা ঘেরিয়ে ধরিল,  
সখীগণ মৃদু হাসে,  
হাসিয়া নামিল রসিক শেখর,  
শ্রম-জলে তনু ভাসে ।  
এলো থেলো বেণী কবরী কাঁচলী,

মোহন ফুলের সাজ,  
 নামিল হাসিয়া রসবতী রাই,  
 ভর করি রসরাজ ।  
 বসিল দু-জনে কুসুমের শেজে,  
 শীতল মলয় বায়,  
 সখীর ইঙ্গিতে মুছায় আদরে  
 রাইমুখ শ্যাম রায় ।  
 সুশীতল জলে চরণ পাখালি,  
 কোন সখী পান দিল,  
 রাইমুখে শ্যাম, শ্যামমুখে রাই,  
 পান দিয়ে প্রাণ নিল ।  
 সুবাসে বাসিত সুখের নিকুঞ্জ,  
 গুঞ্জরে মধুপ তায়,  
 শ্যাম রাইপানে তৃষিত নয়নে,  
 রাই শ্যামপানে চায় ।  
 বুঝিল চতুরা বিশাখা ললিতা  
 বলিল মুচকি হাসি,  
 শ্যাম-সিন্ধু মাঝে রেখে এ রতন  
 আসি বঁধু তবে আসি ।  
 রেখো বুক বুক যক্ষের যতনে  
 মোদের এ ধন রাই,  
 কা'ল এসে বধু, দেখো দেখো যেন,  
 খুঁজে এ রতন পাই ।  
 দারিদ-মাণিক পাইল নাগর,  
 বসিল ঘেরিয়া কাছে,  
 হাসি সখীগণ হ্রা পালাইল,  
 বীরচন্দ্র সব পাছে । ৪৬

## প্রার্থনা ।

আমি, কবে বা হেবিব,            হেবি জুড়াইব,  
শ্যামবামে শ্যাম-মোহিনী,  
ঝুলন-আনন্দে            নাচে চাবিদিকে  
যত সখী বন-শোহিনী ।  
মবি, পঞ্চম-বাগ            কবিষা সঞ্চাব,  
গায় সবে মন-মোহিয়া,  
জলদ-গস্তীব            বাজিছে মৃদঙ্গ,  
কবতল তালে মিশিয়া ।  
আমি, কবে বা শুনিব,            শুনিয়া গলিব,  
ও পদে বিকাব গলিয়া,  
ঝামব পাঁজবে            পবাণ আসিবে,  
গাইব আপনা ভুলিয়া ।  
আমি, বসেব চাহনি,            বসেব হাসনি,  
বসেব কিশোবা কিশোবী,  
বসেব নিকুঞ্জে            কবে বা হেবিব,  
বিষয়-জঞ্জাল পাসবি ।  
আমি, জীযন্তে বুবিষা            বুবিষা মবিনু,  
বিষয়ে-বিষেতে পূবিষা,  
বীৰচন্দ্র ভাগ্যে            ঘটবে কি কভু  
ইহ লীলা-বস-অমিয়া । ৪৭

-----

জয় জয় বাধাবমণ            গোপীজন-বল্লভ  
বংশিধব-বব কান,  
জয় জয় শ্যাম-সোহাগিনি বাই বিনোদিনী,

জয় ললিতা সখি                      বিশাখা বিধুমুখি,  
মঞ্জুরীগণ আদি সঙ্গে,  
জয় যমুনাতীর                      যাহে ধীরসমীর,  
জয় দুহঁ কেলি-প্রসঙ্গে ।  
জয় জয় দুর্লাভ                      ইহ রস-মাধুরী,  
পিবইতে রসিক উল্লাস,  
বীরচন্দ্র দাস                      আশ আজু পুরল,  
হেরি ইহ যগল বিলাস । ৪৮

জয়তি জয় রে-  
শ্যাম-মোহিনি,                      শ্যাম-শোহিনি,  
                শ্যামভাবিনি রাধিকে,  
শ্যাম-কাজর,                      শ্যাম-অম্বর,  
                শ্যাম-হৃদয়-মালিকে ।

জয়তি জয় রে-  
শ্যাম যাকর সাধা বাওত  
রাধা নামহি বাঁশবী,  
লোচন মন রাইক ওর  
হেলনভর কিশোরী ।

জয়তি জয় রে-  
যুগল প্রেম                      হেমাঙ্গিক,  
                ঘোড়ন সুখ-রঙ্গিনী,  
বিশাখা ললিতা                 মঞ্জুরীগণ  
                আর যতই সঙ্গিনী ।



জয়তি জয় রে-

কুঞ্জ-কুটীর

যমুনা-তীর

রটত বীরচাঁদ রে,

আনন ভরি

মানস পূরি,

-টুটত ভব-ফাঁদ বে । ৪৯

## শেষ প্রার্থনা ।

খ্রিষ্টাব্দ ১২৯৩ সনে আগবতলায় লিখিত ।

অহে রাধাশ্যাম,

আজি কি সুখের দিন ঝুলন-মঙ্গল হে,

ভাবমাখা সরস চাহনি,

যুগল অধরে হাসি শ্রীঅঙ্কে পুলক নাথ,

মন সহ ঝুলন দোলনি ।

রাধাশ্যাম,

আগে এ সুখের দিনে অভাগিয়া কত হে,

পূজিয়াছি ওই রাভা পায়,

দু-নয়নে সুখ-ধারা বহিত হিলোলে নাথ,

প্রেম-ঢেউ খেলিত হিয়ায় ।

রাধাশ্যাম,

বিধাতা ব্যাধের মত আসি চুপি চুপি হে,

সাতনলা বাড়ায়ে বাড়ায়ে,

দারুণ সন্ধান তার শূন্য সব দিক নাথ,

এবে একা আঁধারে দাঁড়ায়ে ।

রাধাশ্যাম,

বাসনা-বাঁশরী তানে বিধি নিরদয় হে,  
পরান-কুরঙ্গ ভুলাইল,  
আনি বিষয়ের দেশে পুন বেড়াজালে নাথ,  
ঘেরি বাণ মরমে হানিল ।

রাধাশ্যাম,

পাঁজরে বিষের ছালা হিয়ায় অনল হে,  
ঝলকি ঝলকি উঠে ছলে,  
উঠিতে পড়িয়া যাই পায়ে মোর বাঁধা নাথ,  
বিষয়ের পাষণ শিকলে ।

রাধাশ্যাম,

কাটি এ করম-ডোর-বজরের বাঁধ হে,  
বীরচন্দ্র দাসে রাখ পায়,  
যে ক'দিন বাঁচি আর শ্রীবৃন্দাবিপিনে নাথ,  
থাকি যেন যুগল সেবায় । ৫০

শ্রীবীরচন্দ্র দেব বর্ম্মা ।

-----

সমাপ্ত ।







